

শারিয়া ও সন্ত্রাস

আজ ২৫শে নভেম্বর ৩৫ মুক্তিদিন। অগ্নিগর্ভা চুয়ান্ন হাজার বর্গমাইল, নানারকম আঙনের নানারকম ধোঁয়া উঠছে দেশে। বিপর্যস্ত গণমানস। এদিকে উন্নয়নের জয়ধ্বজা অন্যদিকে দ্রব্যমূল্যের পাগলা ঘোড়া। এদিকে দেড় লক্ষ টাকার ঈদের কাপড় ওদিকে উত্তরাঞ্চলের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। এদিকে অপ্রতিহত বোমাবাজী ওদিকে ইসলামি আনুষ্ঠানিকতার বন্যা। এদিকে ইসলামি-শান্তির অন্তহীন বক্তৃতা ওদিকে দুনিয়ার সব ঈহুদী-খ্রীষ্টানকে ধ্বংস করার মোনাজাত। এদিকে বোমাবাজীর বিরুদ্ধে জামাতের তোতলামি (অ্যাকশন প্ল্যান নয়) ওদিকে জাকের পার্টি - ইনকিলাবে জামাতের বিরুদ্ধে বিষোদগার। এদিকে বোমা-তদন্তে অসংখ্য জামাতি-শিবিরের গ্রেপ্তার ওদিকে শারিয়া-পন্থী আমীনি-মুহিউদ্দীন-ওবায়দুল হকের বোমা-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বক্তৃতা। এদিকে ব্যাংক-চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে জামাতের শতহস্তের বেড়া জাল ওদিকে জামাত-বিরোধী তরিকা-পন্থীদের সরব উত্থান।

এ লেখা লিখতে লিখতে পড়তে পড়তে অনেক কিছু ঘটে যাবে। ঈশানে ওই দেখা যায় ছোট্ট কালো মেঘ। এখনো খু-উ-ব ছোট, কিন্তু খু-উ-ব কালো। আরো তিরিশ লক্ষ লাশের জন্ম দেবার ক্ষমতা রাখে সেটা। কিন্তু এখন একাত্তর নয়, বিশ্বময় হিন্দু-ঈহুদী-খ্রীষ্টানী স্বেচ্ছাচারের উত্থানেও উৎকর্ষিত বিশ্ব-মানুষ, দেশের ওপর দাতা-বিধাতা দেশগুলোর প্রভাব প্রবল, তাই অতটা পর্যন্ত হয়ত গড়াবে না। কিন্তু অদৃশ্য এক জালে আটকে পড়ে সরকার ছটফট করছে নিরুপায়, মুখে সে যা-ই বলুক চোখে সে দেখছে সর্ষেফুল। জামাতের বিশাল কাঁটা ভয়াবহ আটকে গেছে তার গলায়। বিচারকদের সে দিয়েছে বন্দুকধারী পুলিশ কিন্তু বিচারকের বাচ্চারা স্কুলে যায়, স্ত্রী যান হাট-বাজারে। পুলিশের কে শারিয়া-প্রেমী আর কে নয় তা কে বলবে? আমাদের পুলিশরা সাধারণতঃ তালপাতার সেপাই, সে পুলিশ শারিয়া-প্রেমী না হলে নিজেই থরহরি কম্পমান, পটকার আওয়াজে বন্দুক ফেলে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দেবার জন্য সদাপ্রস্তুত। অনেক সরকারী কর্মচারীও শারিয়া-পন্থী, অনেক প্রতিষ্ঠানের ওপরেই সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রস্ফাভীত নয়। সরকারের ওপর গণমানস যে মাত্রায় ক্ষেপে উঠছে এটা অব্যাহত থাকলে পরের নির্বাচনে সরকারী ভোট-সন্ত্রাস হবার পরেও আওয়ামী লীগ জিতে যেতেও পারে। কিন্তু তা হলেও শারিয়া-সংক্রামিত কর্মচারী ও প্রতিষ্ঠান দিয়ে ধর্ম-নিরপেক্ষ সরকার চালানো তাদের পক্ষে অসম্ভব হবে। তার ওপর আছে তার নিজের সর্ষের মধ্যে প্রচুর ভুত।

মানুষ ঠিকই উপলব্ধি করছিল আসলে “বড় ভাই”-এর দোয়া ছাড়া কিছুই ঘটছে না। মানুষ ঠিকই বুঝতে পারছে বোমা-মামলায় অজস্র জামাতি-শিবির কেন ধরা পড়ছে। ওরা শারিয়া-ভিত্তিক পিছলামি রাষ্ট্র চায়, নিরীহ বিচারকদের খুন করে কাফিরের বানানো বিচার-প্রতিষ্ঠানকে অকেজো করতে চায়। কিন্তু কাফিরের বানানো ইনসুলিন, অ্যারোপ্লেন, গাড়ী বা কম্পিউটারে তাদের কোন আপত্তি নেই বরং আগ্রহ আছে।

শারিয়ায় বোমাবাজী নেই। বারো হাজার প্লাস হানাফি-শাফি’ আইনে কোথাও বোমা মেরে মানুষ খুন করার কোন আইন নেই, এমনকি শারিয়া প্রতিষ্ঠার জন্য হলেও। কিন্তু “নবীর মিশন” হিসেবে শারিয়া-ভিত্তিক রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠাকে ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে বিশ্বাস করানো আছে। গুরু বলেছেনঃ-“জামাতিরা ধর্ম-প্রচারকারী বা মিশনারী নহে তাহারা বরং আল্লাহ’র কার্যনির্বাহী (functionaries)- তাহাদের দায়িত্ব হইল শক্তির দ্বারা দুনিয়া হইতে অত্যাচার, নষ্টামি, সংঘর্ষ, অনৈতিকতা, স্বেচ্ছাচারী এবং শোষণ উচ্ছেদ করা....ইসলাম ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের বিরোধী তত্ত্ব.....ধর্মনিরপেক্ষতা অর্থই হইল ধর্মহীনতা....বিরোধী সব সরকারকে উচ্ছেদ করিয়া ইসলাম ইসলামি সরকার কায়ম করিতে চায়.....মুসলিম পার্টির হাতে যথেষ্ট শক্তি থাকিলে সে অমুসলিম সরকারগুলিকে উচ্ছেদ করিবে এবং সেস্থলে ইসলামি সরকার স্থাপন করিবে.....ন্যায়পরায়ণ লোকের হাতে (রাষ্ট্র)-ক্ষমতা অর্জন এতই গুরুত্বপূর্ণ যে এই কর্তব্যে অবহেলা করিয়া আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার কোনই উপায় নাই....(মৌদুদীর বিভিন্ন বই)

কেন উপায় নাই? কারণঃ- “নবীজী ইসলাম গ্রহণের জন্য আশে পাশের দেশগুলিতে আমন্ত্রন পাঠান। যখন ওই দেশগুলির শাসকগণ এই আমন্ত্রন গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিল, নবীজী তখন তাহাদের বিরুদ্ধে সামরিক আক্রমণের ব্যবস্থা করিলেন” - জিহাদ ইন ইসলাম - মৌদুদি।

ব্যাস্। দাওয়াত কবুল যারা করল না তাদের ওপরে নবীজী হালাকু খান হয়ে বাঁপিয়ে পড়লেন, “সামরিক আক্রমণের ব্যবস্থা করিলেন”। অতএব “আল্লাহকে সন্তুষ্ট” করতে, সুন্নত পালন করতে “ন্যায়পরায়ণ” জামাত-শিবিরও জিহাদ করছে, দোষটা কোথায়? সেজন্যই শারিয়ায় সশস্ত্র জিহাদ রাখতে হয়েছে, সে জিহাদ থেকে পালানোর বিরুদ্ধে মৃত্যুদন্ডের আইন রাখতে হয়েছে (আল্-ফিরার মিন আল্-যাহফ)। তাই শারিয়া-প্রতিষ্ঠাকে দেশে আক্রমণাত্মক ও বিদেশে ষড়যন্ত্রমূলক হতে হয়। অন্ততঃ মুখের আর নিবন্ধের হুমকি আছে, চরিত্র-হননের হুমকি আছে। কিন্তু মানুষ ঠিকই জানে “বড় ভাই”-এর দোয়া ছাড়া কিছুই ঘটছে না। ঠিকই জানে প্রতিটি ক্ষেত্রে জামাতি-শিবির কেন ধরা পড়ছে। শারিয়া-ভিত্তিক পিছলামি রাষ্ট্র কায়েমের জন্য নিরীহ বিচারকদের খুন করে কাফিরের বানানো বিচার-প্রতিষ্ঠানকে অকেজো করতে চায় ওরা যদিও কাফিরের বানানো ইনসুলিন, অ্যারোপ্লেন গাড়ী, কম্পিউটার এবং আরো অজস্র দান মাথা পেতে নিতে তার কোন আপত্তি নেই বরং আগ্রহ আছে।

সব সন্ত্রাস চোখে দেখা যায় না। ভিয়েতনাম-আফগানিস্তান-ইরাকের ধ্বংসযজ্ঞ চোখে দেখা যায় কিন্তু অর্থিক অবরোধের (ইকনমিক স্যাংশন) ভয়ানক রক্তক্ষরণ চোখে দেখা যায় না। একান্তরে চট্টগ্রামের দ্বারে পারমাণবিক-বোমা সজ্জিত মার্কিন সপ্তম নৌবহরকে চোখে দেখা যায় কিন্তু রোয়ান্ডা-গণহত্যায় (আট লক্ষ) উপস্থিত জাতিসংঘের সৈন্য-বাহিনীর নিষ্ক্রিয় থাকার নির্দেশ চোখে দেখা যায় না। একটা হল যুদ্ধ-বোমা-ট্যাঙ্ক-কামানে তপ্ত-সন্ত্রাস, - অন্যটা বিধি-বিধানের শীতল-সন্ত্রাস। এদিকে আল্লা-রসুলের নামে বোমার আঘাতে লুটিয়ে পড়ে নিরপরাধ মানুষ, ওদিকে মধ্যযুগের ইউরোপের কিছু জমিদারীতে বিধানমতে বিয়ের আগের রাতে প্রতিটি মেয়েকে রাজার সাথে থেকে আসতে হয়। এদিকে হিরোশিমার বোমা, ওদিকে হুদুদ মামলায় মুসলিম নারীর চাক্ষুষ-সাক্ষ্য বা বিচারক হওয়া নিষিদ্ধ। দু’টোই সন্ত্রাস।

শারিয়ায় বোমাবাজী নেই কিন্তু তলোয়ার আছে। কারণ সপ্তম শতাব্দীতে বোমা ছিলনা, তলোয়ার ছিল। শারিয়ায় সীমাহীন সন্ত্রাসের উস্কানী আছে কারণ শুধু আধ্যাত্মিকতার ওপরে সে দাঁড়াতে পারেনা, তাকে সন্ত্রাসে উদ্বুদ্ধ হতে হয়- সেটা তপ্ত বা শীতল সন্ত্রাস হতে পারে। যতদিন অরাজনৈতিক মুসলমান ঘুরে না দাঁড়াবে, দেশ-বিদেশের সরকারী সহায়তায় কাগজ-ম্যাগাজিন-রেডিও-টিভিতে-কনফারেন্সে-সেমিনারে অরাজনৈতিক ইসলামের বিপুল প্রচার ও প্রতিষ্ঠা না হবে ততদিনই শারিয়া-সন্ত্রাসের আঘাতে ছিন্নভিন্ন হতে থাকবে বিশ্ব-মানব, বিশ্ব-মুসলমান।

আজ জামাত চীৎকার করছে, শিবির চীৎকার করছে ইসলামে সন্ত্রাস নেই। কথা সত্যি। কিন্তু দেশবাসী নিজের চোখে দেখছে রাজনৈতিক ইসলামে সন্ত্রাস আছে।

আছে, কারণ ওরা শারিয়া-নির্ভর, এবং শারিয়া শীতল-সন্ত্রাস নির্ভর।

ফতেমোল্লা

২৫ নভেম্বর ৩৫ মুক্তিদিন।

